হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্‌ বাংলাদেশ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেরূপ পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন অংশী করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক। [সূরা- আন নূরঃ ৫৫]

নং: ০৩/২৭০৫১০

১৩ জমাদিউস সানি, ১৪৩১ হিজরী

২৭ মে, ২০১০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

মার্কিন শকুনদের প্রকাশ্য ঘোষণা, তাদের এবারের শিকার 'বাংলাদেশ'

হিযবুত তাহ্‌রীর, মুসলিমদের প্রতি বর্তমান শাসকদের অপসারণ এবং এদেশে মার্কিন দখলদারিত্ব পূর্ণতা লাভের পূর্বেই খিলাফত পুণঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাচ্ছে

মার্কিন কংগ্রেসনাল রিসার্চ সার্ভিস (CRS) সম্প্রতি বাংলাদেশের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা নিয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। রিপোর্টের শিরোনাম, 'Bangladesh: Political and Strategic Developments and U.S. Interests' অর্থাৎ 'বাংলাদেশ: সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও কৌশলগত বিষয়সমূহ এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ'; যার লেখক এশিয়া বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ব্রুস ভন, প্রকাশের তারিখ ০১ই এপ্রিল, ২০১০ইং। রিপোর্টে তাদের বহুবার উচ্চারিত অন্তসারশূন্য শ্লোগাণ তথা 'গণতন্ত্রকে শক্তিশালীকরণ' এবং 'উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা', বাংলাদেশের ব্যবসা ও জ্বালানী খাতে মার্কিন স্বার্থ প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ ছাড়া বাংলাদেশের প্রতি মার্কিন নীতি বাস্তবায়নে যেসব মৌলিক উদ্দেশ্য উল্লেখিত হয়েছে, সেগুলো হল:

১. 'সন্ত্রাস দমন' এবং 'কট্টর ইসলামপন্থী'দের দমনের জন্য বাংলাদেশকে মার্কিন ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা।
২. দু' দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যকার বন্ধনকে (military-to-military ties), বিশেষ করে মার্কিন এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় কমান্ড ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যকার বন্ধনকে সুদৃঢ় করা এবং
৩. এ অঞ্চলকে মার্কিন স্বার্থের অনুকূলে আনার লক্ষ্যে, 'চীন ও ভারতের মধ্যকার আঞ্চলিক ভারসাম্য' প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থানকে ব্যবহার করা।

এই রিপোর্টে এটা পরিস্কার হয়ে গেল যে, বাংলাদেশকে ঘিরে মার্কিন ষড়যন্ত্রের নীল নকশার ব্যাপারে *হিযবুত তাহ্‌রীর* বার বার যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে আসছিল তা নিছক কোন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব নয়। মার্কিন শকুনরা প্রকাশ্যে **ঘোষণা** দিচ্ছে যে, **তাদের এবারের শিকার বাংলাদেশ** ও এদেশের মুসলিমরা। তারা চীনের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করছে এটা আমাদের খুব বেশী উদ্বিগ্ন করে না, কারণ তা মোটেও মুসলিমদের বিরুদ্ধে করা ষড়যন্ত্রের মত ভয়াবহ নয়। তারা কোনদিনও চীন দখল করবে না কিংবা গণহারে তাদের লোকদের হত্যাও করবে না। কিন্তু মুসলিমদের প্রতি সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পনাই হল দখল আর গণহত্যা চালিয়ে রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে ইসলামের উত্থানকে ও খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে প্রতিহত করা। সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ও নতুন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জেনারেল রিচার্ড ডান্নাট একথা স্বীকার করেছে। BBC radio-4কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে আফগানিস্তানে তাদের দখলদারিত্বের প্রধান লক্ষ্য সম্বন্ধে জেনারেল ডান্নাট বলেছে, *'আমরা যদি দক্ষিণ আফগানিস্তান কিংবা আফগানিস্তান কিংবা দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিমদের ইসলামিক এজেন্ডার মোকাবেলা না করি, তাহলে এর প্রভাব বাড়তেই থাকবে, এমনকি তা বৃদ্ধি পেয়ে দক্ষিন এশিয়া থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও সেখান থেকে উত্তর আফ্রিকা এবং ১৪শ ও ১৫শ শতাব্দীর ইসলামিক খিলাফতের চিহ্নিত ভূমিসমূহ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করবে।'*

ক্রুসেডার আমেরিকা ও সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব খিলাফত উত্থানের প্রারম্ভিক ভূমি হিসেবে যাতে ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং মধ্য এশিয়া ব্যবহৃত না হয় সেই লক্ষ্যে একযোগে কাজ করছে। আর এটাই হল তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ ও কট্টরপন্থীদের দমনের অর্থ এবং 'সেনাবাহিনীসমূহের মধ্যে সুসম্পর্ক বৃদ্ধি' ও এ অঞ্চলে তাদের সেনা উপস্থিতির কারণ। আর এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তারা ব্যবহার করছে তাদের দাসতুল্য কারজাই, জারদারি-জিলানী এবং হাসিনা-খালেদাদের মত বিশ্বাসঘাতক দালালদের। এইসব বিশ্বাসঘাতক শাসকেরা একদিকে মার্কিন শকুনের দখলদারিত্বকে সহজতর করছে এবং অন্যদিকে তাদের প্রভু, আমেরিকার সকল ষড়যন্ত্রের মুখোশ উম্মোচনকারী দল, *হিযবুত তাহ্‌রীর*-এর সদস্যদের হয়রানি ও কারারুদ্ধ করছে।

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ, এদেশের মুসলিমদের আহ্বান জানাচ্ছে, আসুন আমরা ক্রুসেডার মার্কিনিদের সকল চক্রান্ত প্রতিহত করতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলি। *হিযবুত তাহ্‌রীর* আরও আহ্বান জানাচ্ছে, আসুন আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল হাসিনা ও খালেদার সাথে সব ধরণের সম্পর্ককে ছিন্ন করি। *হিযবুত তাহ্‌রীর,* বাংলাদেশের মুসলিম সেনাবাহিনীকে আহ্বান জানাচ্ছে, মার্কিন শত্রু সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার সকল সরকারী আদেশকে প্রত্যাখান করুন, সাম্রাজ্যবাদীদের তাবেদার এ সরকারকে অপসারণ করুন এবং এদেশে মার্কিন দখলদারিত্ব পূর্ণতা লাভের পূর্বেই খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করুন।

***হিযবুত তাহ্‌রীর*-এর মিডিয়া কার্যালয়**

উলাই'য়াহ্‌ বাংলাদেশ